[২০১৯] ৭ এস.সি.আর ৯১৯

প্রমোদ কুমার এবং আরেকজন

বনাম

জলক সিং এবং অন্যান্যরা

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নম্বর ১০৫৫)

১০ই মে, ২০১৯

[অশোক ভূষণ এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]।

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮: আদেশ II, বিধি ২ (১)-এ পুরো দাবি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মামলা-পৈতৃক সম্পত্তির পৃথক এলাকার পিতার দ্বারা বিভিন্ন তারিখে দুটি বিচ্ছিন্নতা-দুটি বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য পৃথক মামলা দায়ের করা-প্রথম মামলাটি বিচার আদালত খারিজ করে দেয়-দ্বিতীয় মামলাটি বিচার আদালত এবং আপিল আদালতও খারিজ করে দেয় আদেশ১, বিধি২ এবং গঠনমূলক রেস জুডিকাটার ভিত্তিতে-হাইকোর্ট আদেশটি বাতিল করে দেয়-আদেশ II, বিধি২-এ বলা হয়েছে যে কোনও বাদী পুরো দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা তিনি পদক্ষেপের কারণে করার অধিকারী-তবে, যদি কোনও বাদী তার দাবির কোনও অংশের বিরুদ্ধে মামলা করতে বা ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে সেই অংশ থেকে নিষিদ্ধ করা হবে যা আদেশ II-এর আগে উত্থাপিত হয়-আ দেশ ২, বিধি২-এ বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে দু 'বার আবেদন করা যেতে পারে, যদি একই আদেশের জন্য আলাদা কারণ দাবি করা হয়, তবে দ্বিতীয় মামলার জন্য আলাদা কারণের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। সমস্ত দাবি এবং ত্রাণ, যা কোনও পদক্ষেপের কারণ থেকে উদ্ভূত হয়, তা অবশ্যই একটি একক মামলায় বুঝতে হবে-তথ্যের ভিত্তিতে, যখন প্রথম মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যদিও দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতাকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং এটি পদক্ষেপের একটি একক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং পদক্ষেপের দুটি ভিন্ন কারণ নয়, কেবলমাত্র সীমাবদ্ধতার একটি ভিন্ন সময়কাল সরবরাহ করা হয়েছে, যা আদেশ II, নিয়ম ২-এর অধীনে বারের পথে দাঁড়াতে পারে না-প্রথম মামলা দায়ের করার সময়, বাদীর প্রয়াত পূর্বসূরি-স্বার্থে, অন্য একটি বিক্রয় দলিলও কার্যকর করেছিলেন যা জমির অবশিষ্ট অংশ গঠন করেছিল-উভয় লেনদেনের ক্ষেত্রে মামলাগুলিতে কার্যত অভিন্ন বক্তব্য ছিল-এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, বাদীর পক্ষে তাদের পূর্বসূরি-ইন-অ্যাকশন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় বিক্রির ক্ষেত্রে ত্রাণ চাইতে উন্মুক্ত ছিল-একই স্বার্থে, একই ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ

বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে, আদেশ II, বিধি ২-এর অধীনে বার প্রযোজ্য হবে-এইভাবে, হাইকোর্টের রায়টি বাতিল করা হয়।

পদক্ষেপের কারণ-এর অর্থ-ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

স্থির করেছে: ১ দেওয়ানি বিধিমালা, ১৯০৮-এর আদেশ II, বিধি ২ (১)-এ বলা হয়েছে যে একজন বাদী পুরো দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করবেন, যা তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে করার অধিকারী। তবে, দাবির যে কোনও অংশ ত্যাগ করার জন্য তাঁর পক্ষে উন্মুক্ত। আদেশ II, বিধি ২-এ দাবির একটি অংশ ত্যাগ করার পরিণতি এবং দাবির একটি অংশ দান করার পরিণতিও রয়েছে। এটি ঘোষণা করে যে কোনও বাদী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার দাবির কোনও অংশ বাদ দিতে বা ত্যাগ করতে ভুলে যান, তবে তাকে সেই অংশের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধা দেওয়া হবে যা বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করা হয়েছে। আদেশ II, বিধি ২ (৩), তবে একই পদক্ষেপের কারণে সমস্ত বা যে কোনও ত্রাণের জন্য মামলা করা বাদ দেওয়ার প্রভাব নিয়ে কাজ করে। এই ধরনের বাদ দেওয়ার পরিণতি বাদীকে কোনও ত্রাণের জন্য মামলা করা থেকে বিরত রাখবে। একমাত্র এন যখন তিনি আদালতের অনুমতি পান। সুতরাং, দাবির একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করা বাদ দেওয়া বা কোনও পদক্ষেপের কারণ থেকে প্রবাহিত দাবির একটি অংশ ত্যাগ করার ক্ষেত্রে, ফলস্বরূপ বাদীকে পরে মামলা দায়ের করতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয় তিনি দাবি করেছেন যে তিনি বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করেছেন। যাইহোক, যদি কোনও পদক্ষেপের কারণে উদ্ভূত একটি মামলায় ভিন্ন ছাড় চাওয়া যেতে পারে, যদি আদালত থেকে অনুমতি পাওয়া যায়, তবে পূর্ববর্তী মামলায় দাবি করা মামলার চেয়ে ভিন্ন ছাড়ের জন্য দ্বিতীয় মামলার আবেদন করা যেতে পারে। তিনটি অভিব্যক্তি রয়েছে যা আদেশ II, বিধি ২-এ পাওয়া যায়। প্রথমত, "কর্মের কারণ" শব্দের উল্লেখ রয়েছে, দ্বিতীয়ত "দাবিটি উল্লেখ করা হয়েছে" এবং শেষ পর্যন্ত "ত্রাণ"-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২ আসামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পদক্ষেপের কারণ নির্ধারণের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাদীদের দ্বারা যে ত্রাণ চাওয়া হয়েছে, তা পদক্ষেপের কারণ নির্ধারণ করবে না। প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা ব্যাখ্যা করা পদক্ষেপের কারণ মানে সেই মিডিয়া যার মাধ্যমে বাদী আদালতকে তাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে চায়। অতএব, এটিকে সত্যিকারের এবং আইনি ভিত্তি বা ভিত্তি বলা যেতে পারে যার ভিত্তিতে আদালতকে বাদী দ্বারা মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে

তার পক্ষে। এটাও স্পষ্ট যে উভয় মামলার ক্ষেত্রেই পদক্ষেপের কারণ অবশ্যই অভিন্ন হতে হবে। এটি অভিন্ন হওয়ার জন্য, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পদার্থের উপাদান।

অনুচ্ছেদ ১০৯-এর অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল প্রথম বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সময়কালের থেকে আলাদা, আদেশ **II**, বিধি ২-এর অধীনে বাধা বাদ দেওয়ার জন্য কাজ করতে পারে না। আদেশ **II**, বিধি ২-এর অন্তর্নিহিত নীতি হল যে কোনও ব্যক্তিকে একই পদক্ষেপের কারণে দু 'বার বিরক্ত করা যাবে না। সমস্ত দাবি এবং ত্রাণ, যা কোনও পদক্ষেপের কারণ থেকে উদ্ভূত হয়, অবশ্যই একটি একক মামলায় বোঝা উচিত। আদেশ **II**, বিধি ২-এ বিশ্রামের নীতির ব্যবস্থা রয়েছে। যদি এটি আদেশ **II**, দ্বিতীয় বিধির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হয়, তবে এই সত্য যে, যখন প্রথম মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যদিও দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতাকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং এটি পদক্ষেপের দুটি ভিন্ন কারণ নয়, বরং পদক্ষেপের একটি একক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, কেবলমাত্র এই সত্য যে সীমাবদ্ধতার একটি ভিন্ন সময়কাল সরবরাহ করা হয়েছে, আদেশ **II**, দ্বিতীয় বিধির অধীনে বারের পথে দাঁড়াতে পারে না।

১.৪। আদেশ **VII** বিধি ১-এ অভিযোগপত্রে থাকা বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, মামলার কারণ গঠনকারী তথ্য এবং কখন তা উত্থাপিত হয়, তা আবেদন করার বিধান রয়েছে স্পষ্টতই, বিবাদীদের দাখিল সীমানা আইনের ১০৯ ধারার সাথে সম্পর্কিত, যা ধারা ১০৯-এ বর্ণিত মামলার কারণ, দলিলের তারিখ ১১.০২.১৯৫৯ থেকে শুরু হবে, এবং তাই, এর সীমানা নির্ধারণের একটি ভিন্ন সময়কাল রয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দ্বিতীয় মামলায় উত্থাপিত মামলার কারণ প্রথম মামলার কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। এই দাখিলটি মামলার কারণ কী তা নিয়ে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যায়। এটি তথ্যের সমষ্টি, যা অতিক্রম করলে প্রমাণ করতে হবে। তবে, প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তথ্য অনুসারে, এটি সেই গণমাধ্যমকেও বোঝাবে যার মাধ্যমে বাদীর দ্বারা আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়।

১.৫ বাদীদের মামলাটি মনে হয় যে সম্পত্তিটি পৈতৃক সম্পত্তি। তাদের প্রয়াত পিতা টি-কে অপচয়মূলক উপায়ে এবং মদ্যপানের প্রতি আসক্ত করা হয়েছিল এবং অন্যথায়। তাকে সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা হস্তক্ষেপ করে এবং বিভাজন ঘটে। তবে, ৮.২২ একর জমি বিভাজন দলিলের বাইরে রাখা হয়েছিল। তিনি কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই ৮.২২ একর জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং

যৌথ পরিবারের কোনও সুবিধা ছাড়াই। লুণ্ঠনের প্রথম অংশ, যা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল, বিক্রয় দলিলের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি প্রথম মামলার বিষয় ছিল। উক্ত প্রথম মামলা দায়ের করার সময়, বাদীর প্রয়াত পূর্বসূরি-স্বার্থে, আরেকটি বিক্রয় দলিলও কার্যকর করেছিলেন যা অবশিষ্ট অংশ গঠন করেছিল যা ৮.২২ একর জমি নিয়ে গঠিত ছিল। উভয় লেনদেনের ক্ষেত্রে মামলাগুলিতে কার্যত অভিন্ন বক্তব্য ছিল। প্রথম মামলাটি ১৯৬৩ সালে দায়ের করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মামলাটি ১৯৭১ সালে দায়ের করা হয়েছিল।

১.৬। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এটি এমন একটি মামলা যেখানে বাদীর দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল বাতিল করার আকারে ত্রাণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে বাদী প্রথম মামলা দায়ের করার সময় দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হয়নি। তাদের পূর্বসূরি-স্বার্থ দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় বিক্রয় এবং আবেদনকারী একই পক্ষের (বিবাদী) পক্ষে যা আরও গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে ত্রাণ চাইতে উত্তরদাতা/বাদীর পক্ষে উন্মুক্ত ছিল। হাইকোর্ট আদেশ II, বিধি ৩-এর উপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখিয়েছে। এটি বাদীদের জন্য পদক্ষেপের কারণগুলি একত্রিত করার জন্য উন্মুক্ত।

১.৭। আইনটি কোনও মামলায় মামলার এক বা একাধিক কারণ একত্রিত করতে কোনও মামলাকারীকে বাধ্য করে না। একজন বাদীর ইচ্ছা হলে, তিনি একই মামলায় একই পক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক কারণ একত্রিত করতে পারেন। তবে, এটা সত্য যে আদেশ II, বিধি 2-এর নিষেধাজ্ঞা কেবল তখনই উত্থাপিত হবে যখন বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করা দাবি এবং বাদ দেওয়া এবং দাবি না করা প্রতিকারগুলি একটি মামলার কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। যদি একাধিক মামলার কারণ থাকে, তাহলে আদেশ II, বিধি 2 প্রযোজ্য হবে না। এটাও সত্য যে আদেশ II, বিধি 2 একটি প্রযুক্তিগত নিয়ম প্রকাশ করে কারণ এটি আদালতে মামলাকারীর অভিযোগ প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তবে একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে যে কোনও ব্যক্তিকে একই মামলার কারণে দুবার বিরক্ত করা যাবে না। মামলার একই কারণে, বাদীরা প্রশ্নবিদ্ধ বিক্রয় দলিলের বিরুদ্ধে মামলা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে, আদেশ II, বিধি 2 এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গঠনমূলক বিচারিক বিচার সম্পর্কিত প্রশ্নটি উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। অতএব, হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হলো।

কফি বোর্ড বনাম রমেশ এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৪) ৬ এস. সি. সি ৪২৪: [২০১৪] ৭ এস. সি. আর ৪৬১: ৪.৮. সি. ল্যামিনার্ট প্রাইভেট

লিমিটেড এবং আন. বনাম এ.পি. এজেন্সিজ, সালেম (১৯৮৯) ২ এসসিসি ১৬৩: [১৯৮৯] ২ এসসিসি ১; অলকা গুপ্ত বনাম নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত (২০১০) ১০ এসসিসি ১৪১: [২০১০] ১১ এসসিসি ৭৫৬; কন্যা ইন্ডাস্ট্রিজ (ইঞ্জিনিয়ার) (পি) লিমিটেড বনাম ভেঞ্চারটেক সলিউশনস (পি) লিমিটেড (২০১৩) ১ এসসিসি ৬২৫: [২০১২] ৭ এসসিসি ৯৩৩; গুরবক্স সিংহ বনাম ভুরালাল এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৮১০: ১৯৬৪ এসসিআর ৮৩১; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম এইচ.কে. ধ্রুব (২০০৫) ১০ এসসিসি ২১৮; এস. নাজির আহমেদ বনাম স্টেট ব্যাংক অফ মাইসোর (২০০৭) ১১ এসসিসি ৭৫: [২০০৭] ১ এসসিআর ৮৪৩ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের প্রসঙ্গ

[2014] 7 SCR 461 referred Para 8

[1989] 2 SCR 1 referred Para 8

[2010] 11 SCR 756 referred Para 10, 31

[2012] 7 SCR 933 referred Para 22

[1964] SCR 831 referred Para 31

(2005) 10 SCC 218 referred Para 33

[2007] 1 SCR 843 referred Para 34

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের সিভিল আপিল নং ১০৫৫,

১৯৯৫ সালের ৫ নং দ্বিতীয় আপিলে বোম্বে, নাগপুর বেঞ্চ, নাগপুরের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের রায় ও আদেশ থেকে।

নিখিল নায়ার, গর্বেশ কাবরা, ভি. আর. মুণ্ডে, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবী,

আর. কে. বোরকার, শিরিশ কে. দেশপাণ্ডে, ঈশ্বর চাভলেওয়ার, মোহিত গৌতম, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য

'আদালতের রায়টি দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

কে. এম. জোসেফ, বিচারপতি দ্বারা,

১। ১৯৯৫ সালের ৫ নং দ্বিতীয় আপিলে হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ৩১.০৮.২০১২ তারিখের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি দ্বারা এই আবেদন করা হয়। বিতর্কিত রায় দ্বারা, হাইকোর্ট নীচের আদালতগুলির সমবর্তী অনুসন্ধানগুলি বাতিল করে দিয়েছে যার ফলে উত্তরদাতাদের (বাদী) দায়ের করা মামলাটি এই ভিত্তিতে খারিজ হয়ে গেছে যে মামলাটি

১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ▮▮ বিধি ২ দ্বারা (এরপরে 'দেওয়ানি কার্যবিধি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) গঠনমূলক বিচারিক আদালত হিসাবেও নিষিদ্ধ। উচ্চ আদালত বিষয়টি প্রথম আপিল আদালতে পাঠিয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

২। একজন টিকারাম ছিলেন বিবাদী নং ৪ এর স্বামী এবং বিবাদী নং ১ থেকে ৩ এর পিতা। গোন্ডিয়া গ্রামে খসরা নং ১৮৯-এ তাঁর নামে ৮.২২ একর জমি ছিল। ২১.০১.১৯৫৯ তারিখে তিনি মোট ৮.২২ একরের মধ্যে ৩.২০ একর জমি আপিলকারীদের কাছে বিক্রি করেন এবং এরপর ১১.০২.১৯৫৯ তারিখে তিনি ৪.৮২ একর জমির অবশিষ্ট অংশ, যা ৮.২২ একরের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, আপিলকারীদের কাছে বিক্রি করেন। টিকারাম ১৫.০৭.১৯৫৯ তারিখে মারা যান।

বিবাদীরা ২১.০১.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিল বাতিল এবং অন্যান্য প্রতিকারের জন্য (১৯৬৩ সালের ১৩১ নং দেওয়ানি মামলা সহ) একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় বিবাদীদের অভিযোগ ছিল যে জমিটি ছিল যৌথ পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি এবং তিনি এটি অনৈতিক উদ্দেশ্যে বিক্রি করেছিলেন - এবং যৌথ পরিবারের স্বার্থের প্রতিকূলভাবে। তিনি মদ্যপানে আসক্ত ছিলেন এবং সম্পত্তি বিক্রি করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

৩। ৩১.০১.১৯৬৯-এ, বিচার আদালত উক্ত মামলাটি খারিজ করে দেয় এই বলে যে ১৯৫৭ সালে বিভক্তির কারণে তিকারাম সম্পত্তির মালিক ছিলেন। অতএব, তাঁর মামলা জমি বিক্রি করার অধিকার ছিল। আপিলকারীরা ছিলেন সৎ ক্রেতা।

৪। বিচার আদালতের ডিক্রিতে ক্ষুব্ধ হয়ে, বিবাদীরা ১০.০২.১৯৭১ তারিখে একটি আপিল দায়ের করেন (১৯৬৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২২ সহ)।

৫। বিবাদীরা আবার বর্তমান মামলাটি (১৯৭১ সালের দেওয়ানি মামলা নং ৩৪ সহ) ১১.০২.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে এবং অন্যান্য প্রতিকার চেয়ে দায়ের করেছেন। এটি সেই মামলা যা বিচার আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই খারিজ করে দিয়েছে। বিচার আদালত এই বিষয়গুলির উত্তর দিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে মামলাটি অর্ডার ▮▮ রুল ২ এর অধীনে নিষিদ্ধ কিনা এবং এছাড়াও গঠনমূলক রেস জুডিকাটা দ্বারা প্রভাবিত কিনা। এটি দেখেছে যে মামলাটি অর্ডার ▮▮ রুল ২ এবং গঠনমূলক রেস জুডিকাটার ভিত্তিতে খারিজ করা যেতে পারে। আপিল আদালত কর্তৃক খারিজ মূলত সিপিসির অর্ডার ▮▮ রুল ২ এর বিধানের ভিত্তিতে এবং গঠনমূলক রেস জুডিকাটাও ছিল কারণ ১১.০২.১৯৫৯ তারিখের দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা

পূর্ববর্তী মামলার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত ছিল। আপিল আদালত প্রকৃতপক্ষে দেখেছে যে বিচার আদালত অন্যান্য বিষয়গুলির উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল। উল্লেখ্য যে, প্রথম মামলায় বিচার আদালতের রায় দেওয়ানি আপিলের ক্ষেত্রে বিপরীত হয়ে গেছে এবং এটিই চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

৬. তবে, হাইকোর্ট উভয় আদালতের আদেশ বাতিল করে দেখেছে যে আদেশ **II** বিধি **2** কোনও বাধা হবে না। আদেশ **II** বিধি **2** এর জন্য, প্রথম মামলায় মামলার কারণ এবং দ্বিতীয় মামলায় মামলার কারণ অভিন্ন হতে হবে। এই ক্ষেত্রে, টিকারামের দুটি বিচ্ছিন্নতা ছিল যা দুটি মামলার কারণের জন্ম দেয়। এটিও দেখা গেছে যেগঠনমূলক রেস জুডিকাটা প্রযোজ্য হবে না

৭। আমরা পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি এবং রেকর্ডটি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৮। আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত বিচারপতি যুক্তি দিয়েছিলেন যে হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে আদেশআইএল বিধি২ কোনও বাধা নয়। আদেশআই বিধি২ প্রকৃতপক্ষে আকৃষ্ট হয়। তিনি আমাদের দুটি মামলার যুক্তিগুলির মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে দ্বিতীয় মামলার পদক্ষেপের কারণ প্রথম মামলার পদক্ষেপের কারণের সাথে অভিন্ন। প্রথম মামলাটি দায়েরের তারিখ অনুযায়ী, দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং উত্তরদাতাদের জন্য পৃথক মামলায় পদক্ষেপের কারণ ভাগ করে ত্রাণ চাওয়ার সুযোগ ছিল না, যা এই মামলায় উত্তরদাতাদের দ্বারা করা হয়েছে। তিনি কফি বোর্ড বনাম রমেশ এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড১ এবং এ.বিসি. ল্যামিনার্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং আন. বনাম এ.পি. এজেন্সিজ, সালেম২ মামলায় এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন।

৯। বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আদেশ **VII** বিধি ১ এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে উভয় মামলায় মামলার কারণ আলাদা। তিনি ১৯৬৩ সালের সীমানা আইনের ১০৯ ধারার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

১০৯।

মিতাক্ষর আইন দ্বারা পরিচালিত একজন হিন্দু কর্তৃক তার পিতার পৈতৃক সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল করা। বারো বছর যখন বিদেশী সম্পত্তির হস্তক্ষেপ গ্রহণ করে

১০। তিনি যুক্তি দেবেন যে, "দ্বিতীয় বিক্রয় দলিলের সীমার সময়কাল প্রথম বিক্রয় দলিলের সীমার সময়কাল থেকে আলাদা। দ্বিতীয় বিক্রয় দলিলের সীমার সময়কাল

১। **(**২০১৪**)** ৬ এসসিসি ৪২৪

২। **(**১৯৮৯**)** ২ এসসিসি ১৬৩

বিচ্ছিন্নতা অনুমান করা হয় শুধুমাত্র বিদেশী দ্বারা দখল নেওয়ার তারিখ থেকে ১২ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে মেয়াদ শেষ হবে। তিনি অলকা গুপ্ত বনাম নরেন্দ্র গুপ্ত৩ ' এই আদালতের রায়ের উপর আরও নির্ভর করেছিলেন।

১১. প্রথম প্রশ্ন, যা আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তা হল হাইকোর্টের এই রায় সঠিক ছিল কি না যে, আদেশ II নিয়ম ২-এর অধীনে বারটি এই মামলার তথ্যে প্রযোজ্য হবে না।

১২। এর আগে, আমরা দুটি মামলায় আবেদনপত্র উল্লেখ করা লাভজনক হবে এমন বিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করছি।

১৩। ১৯৬৩ সালের সিভিল স্যুট নং ১৩১-এ আমরা নিম্নলিখিত আবেদনগুলি লক্ষ্য করেছি। উত্তরদাতারা (বাদী) বেনারস স্কুল দ্বারা পরিচালিত আইনের মিতাক্ষরা শু দ্বারা পরিচালিত হিন্দু। টীকারামের বাবা মারা যান যখন টীকারাম নাবালক ছিলেন। টীকারামের সংখ্যালঘু থাকাকালীন সম্পত্তিটি তাঁর মা পরিচালনা করতেন। বড় হওয়ার পরে, টীকারাম খারাপ এবং অনৈতিক অভ্যাসে পড়ে যান এবং মাতাল হয়ে ওঠেন। তিনি অন্যান্য কুপ্রথাগুলিতেও আসক্ত ছিলেন। তিনি অযথা অভ্যাসে লিপ্ত ছিলেন এবং তাই অনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং 'যৌথ পরিবারের স্বার্থে কুসংস্কারজনক' পদ্ধতিতে তাঁর যৌথ পারিবারিক পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। সম্পর্কের হস্তক্ষেপে, একটি বিভাজন ১১.০১.১৯৫৭-এ প্রবেশ করা হয়েছিল, যা যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

১৪। দেশভাগের সময়, বাদী নং ২ যদিও পরে জন্ম নিয়েছিলেন ০২.০৬.১৯৫৭-এ এবং তাই তিনি উপরের বিভাজনের পক্ষপাতী হতে পারেননি। বাদী নং ৩ ২৬.০৮.১৯৫৯-এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাই তাঁর মামলা সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ ছিল। দেশভাগের সময়, খসরা নং ১৮৯-এ মৃত টিকারাম বা বাদী নং ১-এর অংশীদারিত্বের মধ্যে ৮.২২ একর জমি অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তবে তার পরে যৌথভাবে রাখা হয়েছিল। আমরা নিম্নলিখিতগুলি লক্ষ্য করতে পারিঃ

(ছ) ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাদীরা জানতেন যে টীকারাম তাদের জমি বিক্রি করতে চান এবং তাই তারা হিন্দু দৈনিক "নবভারত"-এর ১৪ শতাংশ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮-এর সংখ্যায় একটি সাধারণ নিষেধাজ্ঞা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন, যার গোণ্ডিয়া এবং আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, যাতে সাধারণ জনগণকে মৃত 'টীকারামের কাছ থেকে কোনও জমি হস্তান্তর গ্রহণ না করার জন্য সতর্ক করা হয়। পরবর্তীকালে বাদীরা জানতে পারেন যে বিবাদীরা মামলা জমির ক্ষেত্রে মৃত টীকারামের সাথে বিক্রির চুক্তি করতে চেয়েছিলেন এবং তাই তারা অভিযুক্তদের উপরের অনুচ্ছেদ ১ (ঙ)-এ উল্লিখিত জমি কেনা থেকে বিরত থাকার জন্য একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তিজারি করে।

৩। (২০১০) ১০ এসসিসি ১৪১

৩। তবে, সতর্কীকরণ এবং বিজ্ঞপ্তিসত্ত্বেও, বিবাদীরা ২১.১.১৯৫৯ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে ৮,০০০/- টাকার বিনিময়ে, বাদীর মানচিত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত, ৩.২০ একর পরিমাণের খতিয়ান.নং ১৮৯ এর একটি অংশ কিনেছে।

১৫. এটি আরও মামলা যে সম্পত্তিটি পূর্বপুরুষের যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি ছিল এবং বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজনের জন্য বা সম্পত্তির উপর সুবিধা প্রদানের জন্য বা পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধের জন্য ছিল না। এটি আলাদা করা দায়বদ্ধ। বাদী সংখ্যা। থেকে ৩ জন্মগতভাবে জমিতে সুদ রয়েছে এবং বাদী সংখ্যা ৪ (টিকারামের বিধবা) তাদের সাথে একটি অংশ ছিল। বিবেচনার অর্থ প্রদান কাল্পনিক এবং এটি কখনই পাস হয়নি। বিবেচনা ছাড়াই, বিচ্ছিন্নতা বৈধ ছিল না এবং বাদীদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল না এবং এই কারণে এই কারণে আলাদা করা দায়বদ্ধ ছিল। এরপরে, আরও কিছু অভিযোগ ছিল যার সাথে আমরা উদ্বিগ্ন নই।

১৬। অভিযোগপত্রে বাদীদের দ্বারা চাওয়া ত্রাণগুলি ছিল বিক্রয় দলিলটিকে বাদী নং ৪-এর স্বার্থের উপর বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণা করা এবং তার কাছে দখল সরবরাহের জন্য বা বিকল্পভাবে একটি ডিক্রি স্থাপন করার জন্য, ২১.০১.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিলটি বাদ দিয়ে এবং বাদীকে দখল সরবরাহের জন্য, কিছু মুনাফা সম্পর্কে তদন্ত এবং নির্দিষ্ট নির্মাণ ধ্বংস করার জন্য বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার জন্য।

১৭। আসুন এখন দ্বিতীয় মামলার আবেদনগুলি দেখি যেমন ১৯৭১ সালের ৩৪ নং দেওয়ানি মামলা।

১৮। এখানেও বাদী এবং আসামীরা একই। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

ভূমিধারী জমি খতিয়ান। নং, ১৮৯ একর এলাকা গন্ডিয়া গ্রামে অবস্থিত বাদী নম্বর ১,২ এবং ৩-এর পৈতৃক সম্পত্তি। বাদী নম্বর ৪ বাদী নম্বর। থেকে ৩-এর মা। বাদী 'হিন্দু এবং বেনারস স্কুল দ্বারা পরিচালিত মিতাক্ষরা আইন দ্বারা পরিচালিত।' একই অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল যে টীকারাম অনৈতিক অভ্যাসে পড়ে গেছে এবং একটি অপরিশোধনীয় মাতাল হয়ে উঠেছে এবং অনৈতিক উদ্দেশ্যে যৌথ পরিবারের পৈতৃক জমি বিক্রি করছে। এটি ১ নম্বর তারিখের বিভাজনকেও উল্লেখ করেছে। খ। নং ১৮৯ সম্পর্কিত অভিযোগও ছিল যেখানে ৮.২২একর জমি মৃত টীকারাম বা বাদী নম্বর ১-এর যৌথ অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি কিন্তু রাখা হয়েছিল।

এটি দ্বিতীয় অভিযোগের অনুচ্ছেদ ৩ উদ্ধৃত করার জন্য প্রাসঙ্গিক যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ-

"তবে, সতর্কবার্তা এবং লক্ষ্য করা সত্ত্বেও বিবাদীরা এর মৃত বাবার কাছ থেকে খ. নং ১৮৯-এর একটি অংশ কিনেছে।

বা২১.০১.১৯৫৯ তারিখের বিক্রয় দলিল অনুসারে বাদীরা ৩.২০ একর জমির পরিমাপ করেছেন। বাদীরা উক্ত বিক্রয় বাতিলের জন্য ১৯৬৩ সালের সি.এস. নং ১৩১ দায়ের করেছেন। মামলাটি বিচারিক আদালত কর্তৃক খারিজ হয়ে যাওয়ার পর বাদীরা উক্ত রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানি আপিল নং ২২/৬৯ দায়ের করেছেন যা বর্তমানে ভান্ডারার সহকারী জজের আদালতে বিচারাধীন। ৪(ক)। বাদীদের মৃত পিতা টিকারাম আবার ১১.০২.১৯৫৯ তারিখে মামলাটি খতিয়ান নং. থেকে ৪.৮২ একর জমি বিক্রি করেছেন। উপরে বর্ণিত একই পরিস্থিতিতে এবং বাদীর মানচিত্রে বর্ণিত লাল রঙে কা, খা, গা, ঘ, চা, ছ, জা, তা, থা, দা, না এবং পা অক্ষরে বর্ণিত একই পরিস্থিতিতে বাদীদের কাছে ১১.২.১৯৫৯ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে ৪০০০/- টাকার কথিত বিবেচ্য বিষয়ের জন্য নং ১৮৯ এবং এই মামলায় তা বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৯। আরও বলা হয়েছে যে জমিটি পৈতৃক-যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজনের জন্য বা সম্পত্তির উপর সুবিধা প্রদানের জন্য বা পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধের জন্য নয় - এবং এটি আলাদা করে রাখা যেতে পারে।

২০। আবেদনগুলি উল্লেখ করার পরে, আসুন আমরা হাইকোর্ট কী রায় দিয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখি। হাইকোর্ট বলে যে একই বাধ্যবাধকতার অধীনে উদ্ভূত সমস্ত ধারাবাহিক দাবিগুলি পদক্ষেপের একটি কারণ হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি আরও খুঁজে পেয়েছে যে বিষয়টির মূল বিষয় হল, বিভিন্ন তারিখে জমির পৃথক অঞ্চলগুলির দুটি বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং যদিও একই পক্ষের পক্ষে রয়েছে, এটি একাধিক পদক্ষেপের কারণের জন্ম দেবে। এটি আরও পাওয়া গেছে যে প্রথম বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে প্রথম মামলা সীমাবদ্ধ করে, এটি পাওয়া যায়নি যে বাদী দাবিগুলি বিভক্ত করেছে বা প্রতিকারগুলি বিভক্ত করেছে। একই পক্ষের পক্ষে দ্বিতীয় বিক্রয় দলিল কার্যকর করা স্বতন্ত্র এবং পৃথক পদক্ষেপের কারণের জন্ম দেয়। হাইকোর্ট আদেশ॥ বিধি২ দেওয়ানি কার্যবিধি-র চিত্রগুলি উল্লেখ করতে এগিয়ে যায়, যা নিম্নরূপঃ

"ক, খ-কে ১২০০ টাকা বার্ষিক ভাড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া দেয়। ১৯০৫, ১৯০৬ এবং ১৯০৭ সালের পুরো বছরের ভাড়া বকেয়া এবং অপরিশোধিত। ক ১৯০৮ সালে খ-এর বিরুদ্ধে কেবল ১৯০৬ সালের ভাড়ার জন্য মামলা করে। ক পরবর্তীতে খ-এর বিরুদ্ধে ১৯০৫ বা ১৯০৭ সালের ভাড়ার জন্য মামলা করবে না।"

এরপরে, হাইকোর্ট একটি মামলা নিতে এগিয়ে যায় যেখানে 'ক' দুটি বাড়ির মালিক এবং সে সেগুলি 'খ'-এর কাছে ছেড়ে দেয়। একটি বাড়ির ক্ষেত্রে ভাড়ার বকেয়া সম্পর্কিত মামলা দায়ের করা হয়, যদিও অন্য বাড়ির ক্ষেত্রেও বকেয়া ছিল। হাইকোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে এটি

মামলার কারণ এবং দ্বিতীয় মামলা উভয়কেই একত্রিত করা বা না করা বাদীর পছন্দ নিষিদ্ধ করা হবে না।

২২. মহম্মদ খলিল খান বনাম মেহবুব আলী মিয়াঁ[৪] '-এর ক্ষেত্রে, আগের মামলাটি' আউধ '-এর সম্পত্তি সম্পর্কিত। পক্ষগুলি সুন্নি সম্প্রদায়ের ছিল এবং সম্পত্তিগুলি রানী বরকতুন্নীষার ছিল, যিনি শাহজাহানপুর ও আউধের সম্পত্তির মালিক ছিলেন। প্রথম মামলায় শাহজাহানপুরের সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আদালত ভারতের আদালতগুলির মতামতকে বহাল রেখে এগিয়ে যায় এবং এই সিদ্ধান্তকে বজায় রাখে যে শাহজাহানপুরের সম্পত্তি সম্পর্কিত দ্বিতীয় মামলাটি আদেশ ▮▮ নিয়ম ২-এর কারণে নিষিদ্ধ ছিল। ৪৫ এবং ৪৬ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা লাভজনক হবে কারণ তারা পদক্ষেপের কারণের উপর আলোকপাত করেঃ

"৪৫, সংক্ষেপে বলা হয়েছে আদেশ. ২, বিধি. ২, দেওয়ানি পি. সি. আইন করে যে, যদি কোনও বাদী প্রথম মামলায় পদক্ষেপের কারণ সম্পর্কিত পুরো দাবির জন্য মামলা করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে বাদ দেওয়া অংশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মামলায় মামলা করতে বাধা দেওয়া হয়। যেমনটি মুনশি বুজলুর রুহিম বনাম সুমসুন্নিসা বেগম, (১৮৬৭) ১১ এম. এল. এ.-তে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিক পরীক্ষাটি হল, নতুন স্যুটের দাবি, প্রকৃতপক্ষে, পূর্ববর্তী স্যুটের ভিত্তি থেকে পৃথক কোনও পদক্ষেপের কারণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে কিনা।

এই নিয়মের উদ্দেশ্য স্পষ্টতই দাবির বিভাজন এড়ানো এবং মামলাগুলির বহুগুণ রোধ করা "

৪৬। "আদালতের রায়ের উপর তার অধিকারকে সমর্থন করার জন্য বাদী যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ করতে হবে, যদি তা অতিক্রম করা হয়। এতে প্রতিটি তথ্য প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি প্রমাণ নয়, বরং প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি তথ্য রয়েছে।"

মাস্টার অফ রোলস দ্বারা প্রদত্ত কর্মের কারণের সংজ্ঞার সাথে একমত, এবং এটি এমন প্রতিটি সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যা কোনও বাদীকে তার কর্ম বজায় রাখতে সক্ষম করার জন্য, যদি অতিক্রম করা হয় তবে প্রমাণ করা প্রয়োজন।

এখন পদক্ষেপের কারণের সাথে বিবাদী যে প্রতিরক্ষা স্থাপন করতে পারে তার কোনও সম্পর্ক নেই, বা এটি বাদী দ্বারা অনুরোধ করা ত্রাণের চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। এটি সম্পূর্ণরূপে অভিযোগের কারণ হিসাবে বর্ণিত ভিত্তিগুলিকে নির্দেশ করে,

৩।এ আই আর (৩৬) ১৯৪৯ প্রিভি কাউন্সিল ৭৮

অথবা, অন্য কথায়, গণমাধ্যমের কাছে যার উপর বাদী আদালতকে তার পক্ষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বলে।

২৩। প্রিভি কাউন্সিল ৬১ অনুচ্ছেদের নীতিগুলির সংক্ষিপ্তসার করতে এগিয়ে যায়, যা নিম্নরূপঃ

"৬১। এ পর্যন্ত আলোচিত ক্ষেত্রে বর্ণিত নীতিগুলি এইভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

(১) ০.২০ আর. ২-এর অধীনে আসা মামলাগুলির সঠিক পরীক্ষা হল, "নতুন মামলার দাবি আসলে পূর্ববর্তী মামলার ভিত্তি থেকে আলাদা কোনও পদক্ষেপের কারণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে কিনা।

(২) পদক্ষেপের কারণ বলতে এমন প্রতিটি বিষয়কে বোঝায় যা বাদী তার রায়ের অধিকারকে সমর্থন করার জন্য ব্যাখ্যা করলে তা প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় হবে।

(৩) যদি দুটি দাবির সমর্থনে প্রমাণ আলাদা হয়, তবে পদক্ষেপের কারণও আলাদা।

(৪) দুটি স্যুটের কর্মের কারণগুলি একই হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যদি পদার্থে তারা অভিন্ন হয়

(৫) মামলার কারণের সাথে বিবাদী পক্ষের পক্ষের কোনও সম্পর্ক নেই - যা বিবাদী কর্তৃক স্থাপিত হতে পারে এবং এটি বাদীর দ্বারা প্রার্থিত প্রতিকারের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। এটি ... সেই মিডিয়াকে বোঝায় যার উপর ভিত্তি করে বাদী আদালতকে তার পক্ষে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বলেন।"

২৪, আরও, ৬৩ অনুচ্ছেদে, আদালত নিম্নরূপ উপসংহারে পৌঁছেছেঃ

৬৩. সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য বাদীদের পদক্ষেপের কারণ সেই তথ্যগুলি নিয়ে গঠিত যা তাদের সম্পত্তিতে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার অধিকার দেবে। উভয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই তথ্যগুলি একই, এই যে, রানী বরকতুন্নীসা 'সম্পত্তির মালিক' ছিলেন; তিনি ১৯২৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মারা যান, যে তিনি বিশ্বাসের দিক থেকে একজন সুন্নি ছিলেন এবং তারা জি মুসলমান আইনের অধীনে তাঁর উত্তরাধিকারী।

উভয় পক্ষের প্রভুত্বের আচরণ বিবেচনা করে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয় যে উভয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে পক্ষগুলির দ্বারা লেনদেনের পদ্ধতি একই ছিল এবং অযোধ্যার সম্পত্তির বাদীদের মালিকানা এবং শাহজাহানপুরের দখল অস্বীকার করা

সেই অস্বীকারের ফলে বিবাদীদের দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি ক. একই লেনদেনের অংশ। এই প্রশ্নের উপর, হাইকোর্টের বিদ্বান বিচারপতিরা দুটি জায়গায় তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন তাদের রায়ে নিম্নরূপ '

"আমাদের সামনে মামলাটিতে, যতদূর অবধি আওধ মামলাটি সম্পর্কিত ছিল, শিরোনামে অনধিকার প্রবেশ বা অপবাদের বিষয়টি পৃথক বি ছিল না এবং সময়ের দিক থেকে বা চরিত্রের দিক থেকে শাহজাহানপুর সম্পত্তির ক্ষেত্রে দখলের উপর অনধিকার প্রবেশের থেকে আলাদা ছিল"... আবার, এটি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

"এখানে বর্তমান মামলায় আমরা দেখতে পাই যে দুটি অনধিকার প্রবেশ, একটি শাহজাহানপুর সম্পত্তির উপর এবং অন্যটি আওধ সম্পত্তির উপর, চরিত্রগতভাবে একই ছিল এবং একই লেনদেনের অংশ ছিল এবং বাদীদের প্রমাণ করার জন্য যে তথ্যগুলি প্রয়োজনীয় ছিল তা প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ একই ছিল... একই ছিল এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির গুচ্ছও একই ছিল।"

২৫। এই সময়ে, আমরা আদেশ ▮▮ বিধি২-এ বিজ্ঞাপন দিতে পারি, যা নিম্নরূপঃ

"২. পুরো দাবি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্যুট

(১) প্রতিটি মোকদ্দমায় সেই সমস্ত দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা বাদী ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে করার অধিকারী; কিন্তু কোনও বাদী মামলাটিকে যে কোনও আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে আনার জন্য তার দাবির যে কোনও অংশ ত্যাগ করতে পারেন।

(২) দাবির অংশ ত্যাগ-যেখানে কোনও বাদী তার যে কোনও অংশের বিষয়ে মামলা করতে ভুলে যায়, বা ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে,

দাবি, তিনি পরে এইভাবে বাদ দেওয়া বা পরিত্যাগ করা অংশের ক্ষেত্রে মামলা করবেন না

(৩) একাধিক ত্রাণের মধ্যে একটির জন্য মামলা করা বাদ দেওয়া একই পদক্ষেপের কারণে একাধিক ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী একজন ব্যক্তি সমস্ত বা এই জাতীয় কোনও ত্রাণের জন্য মামলা করতে পারেন; তবে বাদ দেওয়া হয়েছে,

আদালতের অনুমতি, এই জাতীয় সমস্ত ত্রাণের জন্য মামলা করার জন্য, তিনি পরে এইভাবে বাদ দেওয়া কোনও ত্রাণের জন্য মামলা করবেন না।

২৬। আদেশ ▮▮ বিধি ২ **(১)**-এ বলা হয়েছে যে, একজন বাদী পুরো দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করবেন, যা তিনি করার অধিকারী, কারণের ক্ষেত্রে কর্মের, তবে, দাবির যেকোনো অংশ ত্যাগ করার জন্য তার জন্য উন্মুক্ত।

আদেশ ॥ বিধি ২ দাবির একটি অংশ ত্যাগ করার পরিণতি এবং দাবির একটি অংশ বাদ দেওয়ার পরিণতিও প্রদান করে। এটি ঘোষণা করে যে যদি কোনও বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে তার দাবির কোনও অংশ মামলা করতে বা ত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে সেই অংশে মামলা করতে বাধা দেওয়া হবে যাতে বাদ দেওয়া হয় বা ছেড়ে দেওয়া হয়। আদেশ ॥ বিধি ২ (৩), তবে, একই পদক্ষেপের কারণে সমস্ত বা কোনও ত্রাণের জন্য মামলা করা বাদ দেওয়ার প্রভাব নিয়ে কাজ করে। এই ধরনের বাদ দেওয়ার পরিণতি হবে বাদীকে কোনও ত্রাণের জন্য মামলা করা থেকে বিরত রাখা যা বাদ দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন সে আদালতের অনুমতি পায়। এই আদালতের একটি সাম্প্রতিক রায়ে, আদেশ ॥ বিধি২ (১) এবং আদেশ ॥ বিধি২ (৩) এর মধ্যে পার্থক্যটি সংক্ষিপ্তভাবে ভার্গো ইন্ডাস্ট্রিজ (এন. জি.) (পি) বনাম ভেঞ্চারটেক সলিউশনস (পি) লিমিটেডে৫আনা হয়েছে। এই আদালত, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিত রায় দিয়েছেঃ

"আদেশ ॥ বিধি১ দেওয়ানি কার্যবিধি-র জন্য প্রতিটি মোকদ্দমায় কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপের ক্ষেত্রে বাদী যে দাবির অধিকারী তার পুরো অংশটি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তবে, বাদী যদি তা করতে চান তবে তার দাবির যে কোনও অংশ ত্যাগ করার বিকল্প রয়েছে। আদেশ ॥ বিধি২ দেওয়ানি কার্যবিধি এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেখানে কোনও বাদী তার দাবির যে কোনও অংশের বিরুদ্ধে মামলা করতে বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন যা তিনি করার অধিকারী। যদি বাদী কাজ করে, আদেশ ॥ বিধি২ স্পষ্ট করে দেয় যে পরে তিনি দাবির যে অংশ বা অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে বা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য মামলা করবেন না। আদেশ ॥ বিধি ২ (৩) দ্বারা আদালতের অনুমতি বিবেচনা করা হয় এমন পরিস্থিতিতে যেখানে কোনও বাদী কোনও নির্দিষ্ট পদক্ষেপের কারণে একাধিক ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী, এই জাতীয় সমস্ত ত্রাণের জন্য মামলা করতে অস্বীকার করে। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, বাদী আদালতের অনুমতি প্রাপ্ত পরিস্থিতি ব্যতীত আগে বাদ দেওয়া ত্রাণ দাবি করার জন্য পরবর্তী মামলা আনতে বাধা দেওয়া হয়।আদেশ ॥ বিধিমালা ২ (২) এবং (৩)-এর বিধানগুলির একটি যৌথ পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট যে আদেশ ॥ বিধিমালা ২-এর পূর্বোক্ত দুটি উপ-বিধিমালা দুটি ভিন্ন পরিস্থিতি বিবেচনা করে, যথা, যেখানে কোনও বাদী কোনও দাবির একটি অংশ বাদ দেন বা ত্যাগ করেন যা তিনি করার অধিকারী এবং দ্বিতীয়ত, যেখানে বাদী মামলায় দাবি করতে পারতেন এমন বেশ কয়েকটি ত্রাণের মধ্যে একটি বাদ দেন বা ত্যাগ করেন। এটি কেবল পরবর্তী পরিস্থিতিতে যেখানে বাদী পূর্ববর্তী মামলায় বাদ দেওয়া ত্রাণটি প্রত্যাহার করে পরবর্তী মামলা দায়ের করতে পারেন তা প্রমাণ করে যে বাদ দেওয়ার সময় তিনি প্রথম মামলায় আদালতের অনুমতি পেয়েছিলেন।

৫। ২০১৩) এসসিসি ৬২৫।

আদেশ II বিধি ২ (২) এবং (৩) দেওয়ানি কার্যবিধি কার্যকর করার পিছনে উদ্দেশ্যটি খুব বেশি চাওয়া নয়। এই নিয়মটি এমন একটি প্রশংসনীয় নীতি গ্রহণ করে যা একাধিক মামলা দ্বারা আসামীকে বারবার বিরক্ত করতে নিরুৎসাহিত/নিষিদ্ধ করে, এমন একটি পরিস্থিতি ব্যতীত যেখানে একাধিক ত্রাণের মধ্যে একটি, যদিও কোনও বাদীর কাছে উপলব্ধ, কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণে দাবি করা হয়নি। এই ধরনের ত্রাণের জন্য পরবর্তী মামলাটি কেবল আদালতের অনুমতি নিয়ে বিবেচনা করা হয় যা স্বাভাবিকভাবেই, যথাযথ সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং ভাল এবং পর্যাপ্ত কারণে মঞ্জুর করা হবে।

২৭। সুতরাং, দাবির একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করা বাদ দেওয়া বা পদক্ষেপের কারণ থেকে প্রবাহিত দাবির একটি অংশ পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে, ফলস্বরূপ বাদীকে এইভাবে বাদ দেওয়া বা পরিত্যাগ করা দাবির ক্ষেত্রে পরে মামলা দায়ের করতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে, যদি কোনও পদক্ষেপের কারণ থেকে উদ্ভূত একটি মামলায় ভিন্ন ত্রাণ চাওয়া যেতে পারে, যদি আদালত থেকে অনুমতি নেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয় মামলা, যা আগের মামলায় দাবি করা মামলার চেয়ে আলাদা স্বস্তির জন্য আবেদন করা যেতে পারে। আদেশ II-তে তিনটি অভিব্যক্তি পাওয়া যায় যা দ্বিতীয় নিয়মে পাওয়া যায়। প্রথমত, "কর্মের কারণ" শব্দটির উল্লেখ রয়েছে, দ্বিতীয়ত "দাবি" শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরিশেষে "ত্রাণ" শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮। আসামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা, পদক্ষেপের কারণ নির্ধারণের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হবে। বাদীদের দ্বারা যে ত্রাণ চাওয়া হয়েছে, তা পদক্ষেপের কারণ কী তা নির্ধারণ করবে না। মহম্মদ খলিল খান মামলায় (উপরে উল্লিখিত) প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা ব্যাখ্যা করা পদক্ষেপের কারণ মানে হল যে মিডিয়া যার মাধ্যমে বাদী আদালতকে তাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে চায়। অতএব, এটিকে সত্যিকারের এবং আইনি ভিত্তি বা ভিত্তি বলা যেতে পারে যার ভিত্তিতে আদালতকে বাদী তার পক্ষে মামলাটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটাও স্পষ্ট যে, উভয় মামলার ক্ষেত্রেই পদক্ষেপের কারণ অবশ্যই অভিন্ন হতে হবে, যাতে এটি অভিন্ন হয়, তবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বস্তুটির উপাদান।

২৯। কফি বোর্ডের মামলায় (উপরে উল্লিখিত), উত্তরদাতা রপ্তানি নিলামে কফি কিনেছিলেন এবং সেগুলি নির্দিষ্ট দেশে রপ্তানি করেছিলেন। তিনি দুটি মামলা দায়ের করেছিলেন। কফি বোর্ড কফি রপ্তানির জন্য স্ট্যাম্প ব্যবস্থার ব্যবস্থা করেছিল। বাদীর অভিযোগ ছিল যে বিবাদীরা স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু বিলম্ব হয়েছিল এবং এর ফলে লোকসান হয়েছিল। আদালত যা বলেছিল তা হলঃ

"১২. আদেশ II বিধি ২ দ্বারা কোনও মামলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য আদালতগুলিকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক মামলায় দায়ের করা বাদী কর্তৃক তার প্লেন্টে দায়ের করা পদক্ষেপের কারণ পরীক্ষা করতে হবে (দেখুন এস. নাজির

আহমেদ বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মহীশূর; ২০০৭ (১১)। এস. সি. সি. ৭৫)। আদেশ II বিধি২-এর আবেদনের কারিগরিতা বিবেচনা করে, উভয় প্লেইন্টকে অবশ্যই পদক্ষেপের কারণ চিহ্নিত করার জন্য সামগ্রিকভাবে পড়তে হবে, যা কোনও দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় বা বাদীর পক্ষে প্রমাণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব, পদক্ষেপের কারণ চিহ্নিত করার পরে যদি দেখা যায় যে উভয় মামলায় দায়ের করা পদক্ষেপের কারণ অভিন্ন, এবং পরবর্তী মামলায় দাবি করা ত্রাণ পূর্ববর্তী মামলায় দায়ের করা যেতে পারে, তবে পরবর্তী মামলাটি আদেশ II বিধি২ দ্বারা নিষিদ্ধ।

XXX XXX XXX

১৬। ১৯৮৫ সালের ওএস নং ৩১৫০-এ পূর্ববর্তী মামলা হওয়ায়, বাদী হিসাবে উত্তরদাতা দাবি করেছেন যে আপিলকারী প্রতিবাদী হিসাবে ২৬৮.০৮ টন কফির জন্য আইসিও স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা তিনি ১১-৮-১৯৮২ এবং ৮-৯-১৯৮২-এর মধ্যে রফতানির জন্য কিনেছিলেন, যদিও এর আশ্বাসের ফলে কফি পাঠাতে বিলম্ব হয়েছিল যার ফলে বাদী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এর ভিত্তিতে, উত্তরদাতা ক্ষতিপূরণ সহ তার ক্ষতির জন্য দাবি করেছিলেন। উত্তরদাতা আরও বলেন যে, মামলাটির জন্য পদক্ষেপের কারণ বিভিন্ন তারিখে উদ্ভূত হয়েছিল যখন উত্তরদাতা আবেদনকারীর কাছ থেকে কফি কিনেছিলেন তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিলামে এই আশ্বাসের ভিত্তিতে যে আইসিও স্ট্যাম্পগুলি আবেদনকারী তাদের সরবরাহ করবেন।

১৭. উপরের মামলার পদক্ষেপের কারণ হ 'ল আইসিও তার আশ্বাস সত্ত্বেও উত্তরদাতাকে স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার দাবির সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য উত্তরদাতাকে প্রমাণ করতে হবে যে আবেদনকারীকে বাদ দেওয়ার কারণে অর্থাৎ তাদের দ্বারা কেনা কফির জন্য আইসিও স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে উত্তরদাতাকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৩০। আদালত আরও বলেছিল যে বাদী কেবলমাত্র আবেদনকারীর দ্বারা স্ট্যাম্প সরবরাহ করতে ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়ে সফল হতে পারে। মামলায় পার্থক্যের কারণগুলি কফির পরিমাণ এবং সেটি কেনার তারিখের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে।

৩১। 'অলকা গুপ্ত বনাম নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত৬' মামলার রায় থেকে উত্তরদাতারা সমর্থন চেয়েছিলেন, আবেদনকারীরা এবং উত্তরদাতারা নয়াদিল্লিতে 'পি' জায়গায় একটি ইনস্টিটিউট চালানোর জন্য একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেছিলেন, তারপরে, অবিভক্ত অর্ধেক বিক্রি করার জন্য একটি ভাগের চুক্তি করা হয়েছিল

৬। (২০১০) ১০ এসসিসি ১৪১

উত্তরদাতারা বিক্রয় বিবেচনার শুধুমাত্র একটি অংশ প্রদান করেছিলেন যার ফলে আপিলকারী বকেয়া পরিমাণের জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এরপরে, আপিলকারী ০৫.০৪.২০০০ থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য অ্যাকাউন্ট জমা দেওয়ার জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন, যে তারিখে অংশীদারিত্ব দলিলটি ৩১.০৭.২০০৪ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়েছিল। আপিলকারীর মতে, অংশীদারিত্ব ইচ্ছামতো এক ছিল এবং ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। এই আদালত হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিকে উল্টে দিয়েছিল যে মামলাটি আদেশ ▮▮ বিধি২ এবং গঠনমূলক রেস জুডিকাটার নীতি দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। আদালত গুরবাক্স সিং বনাম ভুরালাল৭ 'মামলায় এই আদালতের রায় অনুসরণ করেছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ রায় দিয়েছিলঃ

একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্ত বহাল রাখে যে মামলাটি আদেশ ▮▮ বিধি২ দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। দেওয়ানি কার্যবিধি এবং আপিলকারী ২৯.০৬.২০০৪ তারিখের বায়ানা চুক্তির অধীনে উত্তরদাতার সাথে তার সমস্ত দাবি নিষ্পত্তি করেছেন। বর্তমান আপিলটি তখন বিশেষ ছুটির মাধ্যমে দায়ের করা হয়েছিল।

প্রথম মামলার জন্য পদক্ষেপের কারণ ছিল ২৯.০৬.২০০৪ তারিখের বিক্রয় চুক্তির অধীনে মূল্য প্রদান না করা, যেখানে দ্বিতীয় মামলার জন্য পদক্ষেপের কারণ ছিল ০৫.০৪.২০০০ তারিখের দলিলের অধীনে গঠিত একটি বিলুপ্ত অংশীদারিত্বের অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তি না করা। কেবলমাত্র কারণ বিক্রির চুক্তিটি আর-এ একটি স্থাবর সম্পত্তি এবং "তক্ষশিলা ইনস্টিটিউট" নামে সেখানে পরিচালিত ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় মামলাটি তক্ষশিলা ইনস্টিটিউটের একই নামে পালসোতে পরিচালিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের উল্লেখ করে, এটি ধরে নেওয়া যায় না যে দুটি মামলা একই পদক্ষেপের কারণের সাথে সম্পর্কিত যাতে আদেশ ▮▮ বিধি ২ দেওয়ানি কার্যবিধি আকৃষ্ট হয়।

৩২। রেস জুডিকাটার আবেদনের ক্ষেত্রে, আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"রেস জুডিকাটার আবেদন একজন বাদীর তার দাবির বিচার করার অধিকারের উপর একটি বাধা। আবেদনটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, বিশেষ করে যেখানে বারটি গঠনমূলক রেস জুডিকাটার ভিত্তিতে চাওয়া হয়েছে। যে বাদীকে গঠনমূলক রেস জুডিকাটার বার দ্বারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার আবেদন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিথাকা উচিত এবং তার বিরুদ্ধে তার যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ থাকা উচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে, গঠনমূলক রেস জুডিকাটার কোনও আবেদন ছিল না, বা আবেদনকারী-বাদী এই ধরনের আবেদনের ভিত্তিতে মামলাটি পূরণ করার সুযোগও ছিল না। রেস জুডিকাটা

৭। এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৮১০।

এর অর্থ হল "একটি বিষয় বিচার করা হয়েছে", অর্থাৎ এমন একটি বিষয় যা অবশেষে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। গঠনমূলক বিচারের নীতিটি ব্যাখ্যা ৪ থেকে ধারা ১১ দেওয়ানি কার্যবিধি থেকে উদ্‌ভূত হয় যখন এর তৃতীয় ব্যাখ্যার সাথে পড়া হয় যা উভয়ই "প্রত্যক্ষভাবে এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ইস্যুতে থাকা বিষয়" ধারণাটি ব্যাখ্যা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, যদিও প্রতিরক্ষা বা আক্রমণের একটি নির্দিষ্ট ভিত্তি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী মামলায় নেওয়া হয়নি, যদি এটি গঠনমূলক বিচারের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মামলায় নেওয়া যেতে সক্ষম হয়। গঠনমূলক রেস জুডিকাটা আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষার ভিত্তি নিয়ে কাজ করে যা উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু উত্থাপিত হয়নি, যেখানে আদেশ II বিধি২ দেওয়ানি কার্যবিধি ত্রাণ সম্পর্কিত যা একই পদক্ষেপের কারণে দাবি করা উচিত ছিল কিন্তু দাবি করা হয়নি।

৩৩। ভারত ইউনিয়ন বনাম এইচ.কে. ধ্রুব[৮] মামলায় আদালত অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিম্নলিখিতভাবে রায় দিয়েছেঃ

"৪। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ বিচারপতির কথা শোনার পর এবং ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া উত্তরদাতার কথাও শোনার পর, আমরা সন্তুষ্ট যে হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। আদেশ II বিধি ২ দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা প্রণীত বারের প্রয়োগযোগ্যতা আকৃষ্ট করার জন্য, এটি প্রয়োজনীয় যে পরবর্তী দাবিটি যে পদক্ষেপের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কোনও আদালতে প্রথম দাবি কার্যকর করার জন্য দাবিকারীর কাছে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। হাইকোর্টের রায়ে পাওয়া এবং নথিভুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং যার সাথে আমরা মতবিরোধের কোনও কারণ খুঁজে পাই না, দ্বিতীয় দাবিটি প্রথম আবেদনে উত্থাপিত দাবির বাইরে রাখার জন্য উপলব্ধ ছিল না। আদেশ II বিধি ২ দেওয়ানি কার্যবিধি দ্বারা প্রণীত বাধা স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয় না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৩৪। 'এস. নাজির আহমেদ ওয়াই. স্টেট ব্যাঙ্ক অফ মহীশূর[৯]'-এ, আবেদনকারী/বিবাদী বাদী পক্ষের ব্যাঙ্ক থেকে অনুমান করে এবং দুটি জিনিস বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের দায়ের করা অর্থের মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। যে বাসটি অনুমান করা হয়েছিল, তার সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে কার্যকর করার প্রক্রিয়াটি ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যাঙ্ক অনুরোধ করেছিল যে ® বন্ধক দেওয়া সম্পত্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। আবেদনকারী এটি নির্দেশ করে প্রতিরোধ করেছিলেন যে বন্ধকের উপর কোনও ডিক্রি নেই এবং ব্যাঙ্ক কেবল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে এবং এটি বিক্রি করতে পারে না

৮। (২০০৫) ১০ এসসিসি ২১৮

৯। (২০০৭) ১১ এসসিসি ৭৫

সরাসরি। উক্ত আপত্তিটি বহাল রাখা হয়েছিল। এরপরে, ব্যাঙ্ক ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী কার্যকর করার জন্য দ্বিতীয় মামলা দায়ের করে। এই আদালত এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যায় যে দ্বিতীয় মামলায় পদক্ষেপের কারণ আলাদা ছিল। আদালত আদেশ XXXIV বিধি ১৪ থেকে আরও সমর্থন পেয়েছিল এবং নিম্নরূপ ধরে রাখতে এগিয়ে যায়ঃ

"১৪. এইভাবে নির্ধারিত পরীক্ষাটি প্রয়োগ করে, এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে ন্যায়সঙ্গত বন্ধকী কার্যকর করার মামলাটি মধ্যমেয়াদী ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য পূর্ববর্তী মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কোডের আদেশ II বিধি২ দ্বারা আঘাত করা হয়েছে, বিশেষত কোডের আদেশ ৩৪ বিধি ১৪-এর প্রেক্ষাপটে। পদক্ষেপের দুটি কারণ আলাদা, যদিও তারা একই লেনদেনের অংশ হতে পারে, অন্যথায়, বিধি১৫-এর সাথে পড়া আদেশ ৩৪ বিধি ১৪ কোডের আদেশ II বিধি২-এর কারণে আকৃষ্ট হতে পারে এমন কোনও বাধা সরিয়ে দেয়। পিউ পৌরসভা বনাম ইউ-তে রেঙ্গুন হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত। তুন নাইয়েন (এ. আই. আর ১৯৩৩ রেঙ্গুন ১৫৮) 'আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার উপর নির্ভর করেছিলেন যে তিনি এই অবস্থানের জন্য সফলভাবে প্রচার করতে সক্ষম হননি যে বর্তমান মামলাটি কোডের আদেশ II বিধি২ দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, কারণ উক্ত সিদ্ধান্তটি নিজেই আদেশ৩৪ বিধি১৪-এর প্রভাব এবং আমরা উপরে যা বলেছি তার আলোকে নির্দেশ করেছে।

৩৫। আসুন প্রথমে উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার যুক্তি বিবেচনা করা যাক যে সীমাবদ্ধতা আইনের ১০৯ অনুচ্ছেদের অধীনে, সীমাবদ্ধতার সময়কাল বিদেশী দ্বারা প্রাপ্ত দখলের তারিখ থেকে শুরু হয় এবং তাই, দ্বিতীয় মামলার জন্য পদক্ষেপের কারণ, ১১.০২.২০১৯ তারিখের বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী মামলা থেকে আলাদা হবে, কারণ পূর্ববর্তী তারিখের বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে, এটির একটি ভিন্ন সময়সীমা থাকবে। আমরা মনে করি যে, ১০৯ অনুচ্ছেদের অধীনে সীমাবদ্ধতার সময়কাল প্রথম বিক্রয় দলিলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার সময়কাল থেকে আলাদা, যাতে আইআরএল ২-এর অধীনে বারটি বাদ দেওয়া যায়। আদেশ II বিধি২-এর অন্তর্নিহিত নীতিটি হল যে নোমানকে একই পদক্ষেপের কারণে দু 'বার বিরক্ত করা যেতে পারে। সমস্ত দাবি এবং ত্রাণ, যা কোনও পদক্ষেপের কারণ থেকে উদ্ভূত হয়, অবশ্যই একটি একক মামলায় বোঝা উচিত। আদেশII বিধি২-এ বিশ্রামের নীতির বিধান রয়েছে। যদি এটি আদেশII বিধি২-এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হয়, তবে সত্য যে সেই সময়ে যখন প্রথম মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যদিও দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতাকে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে এবং এটি পদক্ষেপের একক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এবং দুটি ভিন্ন

কর্মের কারণগুলি, নিছক সত্য যে সীমাবদ্ধতার একটি ভিন্ন সময়কাল দেওয়া হয়েছে, আদেশ II বিধি২ এর অধীনে বারের পথে দাঁড়াতে পারে না।

৩৬। এখন, আসুন আমরা বিবাদীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর আরও যুক্তি বিবেচনা করি— অর্ডার VII রুল ১ সিপিসি-র উপর ভিত্তি করে। অর্ডার VII রুল ১ একটি অভিযোগে বিশদ বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করে। এটি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, বিধান করে যে মামলার কারণ গঠনকারী তথ্য এবং এটি কখন উদ্ভূত হয়েছিল, তদন্ত করা উচিত। স্পষ্টতই, বিবাদীদের যুক্তি হল সীমানা আইনের ধারা ১০৯, ধারা ১০৯-এ বর্ণিত মামলার কারণ, দলিলের তারিখ ১১.০২.১৯৫৯ থেকে শুরু হবে, এবং তাই, ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এর একটি ভিন্ন সীমানা সময়কাল রয়েছে। এটি ইঙ্গিত করে যে দ্বিতীয় মামলায় উত্থাপিত মামলার কারণ, প্রথম মামলার কারণের সাথে অভিন্ন নয়। আমাদের মতে, এই যুক্তিটি কী গঠন করে সে সম্পর্কে ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে। অনেক সিদ্ধান্তে মামলার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি তথ্যের সমষ্টি, যা অতিক্রম করলে প্রমাণ করতে হবে। তবে, প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হিসাবে, এর অর্থ এইও বোঝানো হবে যেসব মাধ্যমের মাধ্যমে বাদীর দ্বারা আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়।

৩৭। বাদী কোন আইনি ভিত্তি/তথ্যগত ম্যাট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে ডিক্রি চান?

৩৮. এই ক্ষেত্রে আমরা আবেদনগুলি লক্ষ্য করেছি। বাদীদের মামলাটি মনে হয় যে সম্পত্তিটি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। তাদের প্রয়াত 'অথের টিকারাম' কে অপচয়মূলক উপায়ে এবং মদ্যপানের প্রতি আসক্ত এবং অন্যথায় দেওয়া হয়েছিল। তাকে সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা হস্তক্ষেপ করেছিল এবং বিভাজন ঘটেছিল। তবে, খতিয়ান নংঃ .১৮৯-এ পড়ে থাকা ৮.২২একর জমি বিভাজন দলিলের বাইরে রাখা হয়েছিল। তিনি কোনও আইনি প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই এবং যৌথ পরিবারকে কোনও সুবিধা ছাড়াই ৮.২২একর জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লেনদেনের প্রথম অংশটি, যা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত ছিল, তারিখের ২১.০১.১৯৫৯ সম্পর্কিত ০ বিক্রয় দলিল এবং এটি প্রথম মামলার বিষয় ছিল। উক্ত প্রথম মামলা দায়েরের সময়, বাদীর প্রয়াত পূর্বসূরি-ইন-ইন্টারেস্ট আরেকটি বিক্রয় দলিলও কার্যকর করেছিলেন যা অবশিষ্ট অংশ গঠন করেছিল যা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে ৮.২২একর নিয়ে গঠিত। মামলাগুলিতে উভয় লেনদেনের ক্ষেত্রে কার্যত অভিন্ন বিবরণ ছিল। প্রথম মামলাটি ১৯৬৩ সালে দায়ের করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় মামলাটি ১৯৭১ সালে দায়ের করা হয়েছিল।

৩৯। আমাদের মতে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এটি এমন একটি মামলা যেখানে বাদীর দ্বিতীয় বিক্রয় দলিলটিও আলাদা করে রাখার মাধ্যমে ত্রাণ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল।

এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে বাদী প্রথম মামলা দায়ের করার সময় দ্বিতীয় বিক্রয় দলিলটি কার্যকর করা হয়নি। আমরা এক মুহূর্তের জন্যও মামলাটির প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রয় দলিলের প্রভাব ঘোষণা করছি না কারণ আমাদের এই ধরনের বিক্রির প্রভাব সম্পর্কে উচ্চারণ করতে হবে না। আমরা কেবল জোর দিচ্ছি যে উত্তরদাতা/বাদী তাদের পূর্বসূরি-স্বার্থে সম্পাদিত দ্বিতীয় বিক্রির ক্ষেত্রে ত্রাণ চাইতে পারেন এবং আমাদের সামনে আবেদনকারী একই পক্ষের (বিবাদী) পক্ষে কী বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যারা আমাদের সামনে আবেদনকারী

৪০। হাইকোর্ট আদেশ ▮▮ বিধি ৩-এর উপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখানোর জন্য অগ্রসর হয়েছে। এটি বাদীর জন্য পদক্ষেপের কারণগুলি একত্রিত করার জন্য উন্মুক্ত। আদেশ ▮▮ বিধি৩ নিম্নরূপঃ

"৩. কর্মের কারণের যুগ্মক

(১) অন্যথায় প্রদত্ত ব্যতীত, একজন বাদী একই মামলায় একই আসামীর বিরুদ্ধে বা একই আসামীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ একত্রিত করতে পারেন; এবং যে কোনও বাদী যার একই বাদী বা একই আসামীর বিরুদ্ধে যৌথভাবে আগ্রহী এমন পদক্ষেপের কারণ রয়েছে তারা যৌথভাবে একই মামলায় এই ধরনের পদক্ষেপের কারণগুলিকে একত্রিত করতে পারে।

(২) যেখানে পদক্ষেপের কারণগুলি একত্রিত হয়, মামলাটি সম্পর্কিত আদালতের এখতিয়ার মামলাটি প্রতিষ্ঠার তারিখে সামগ্রিক বিষয়গুলির পরিমাণ বা মূল্যের উপর নির্ভর করবে।

৪১. এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে আইন কোনও মামলাকারীকে একটি মামলায় পদক্ষেপের এক বা একাধিক কারণ একত্রিত করতে বাধ্য করে না। কোনও বাদী যদি চান, তবে একই মামলায় একই পক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক কারণ যুক্ত করতে পারেন। তবে, এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে আদেশ ▮▮ বিধি ২-এর নিষেধাজ্ঞা কেবল তখনই উদ্ভূত হবে যখন দাবি, যা বাদ দেওয়া হয়েছে বা পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং যে ছাড়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং দাবি করা হয়নি, তা পদক্ষেপের এক কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। যদি একাধিক কারণ থাকে তবে আদেশ ▮▮ নিয়ম ২ প্রযোজ্য হবে না। নিঃসন্দেহে এটাও সত্য যে আদেশ ▮▮ নিয়ম ২ একটি প্রযুক্তিগত নিয়ম প্রকাশ করে কারণ এটি আদালতে মামলাকারীর অভিযোগ প্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে যে কোনও ব্যক্তিকে একই কারণে দুবার বিরক্ত করা যাবে না।

৪২। যে একই পদক্ষেপের কারণে, বাদীরা বাদ দিয়েছেন প্রশ্নযুক্ত বিক্রয় দলিলের বিষয়ে মামলা করার জন্য, আমরা মনে করব যে আদেশ II বিধি২-এর অধীনে বার প্রযোজ্য হবে। বিষয়টির এই দৃষ্টিতে আমরা গঠনমূলক রেস জুডিকাটা সম্পর্কিত প্রশ্নের উপর উচ্চারণ করার প্রয়োজন মনে করি না। এর আলোকে, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং হাইকোর্টের রায়কে বাতিল করে দিই। পক্ষগুলি তাদের নিজ নিজ খরচ বহন করে।

নিধি জৈন। আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen